

২০২৩: সি.এইচ.সি-এ.এস  
:৪৫৩৭৫-ডি.বি

কলকাতার উচ্চ আদালতে  
দেওয়ানী আবেদন এখতিয়ার  
আবেদন পক্ষ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ

২০২৩ সালের এফ.এম.এ ৩৭২

আই.এ নং সি.এ.এন ২০২৩ এর ১

মোঃ শাহজাদা

বনাম

মোঃ আরিফ ও অন্যান্য ।

এবং

২০২৩ সালের এফ এম এ ৩৭৩

আই.এ নং সি.এ.এন ২০২৩ এর ১

শাহজাদী বেগম

বনাম

মোঃ আরিফ ও অন্যান্য ।

উপস্থিত

আবেদনকারীর পক্ষে : উকিল শ্রী তারেক কাসিমউদ্দিন,

উকিল শ্রীমতী মিনা শবনাম

উকিল শ্রীমতী সঞ্চিতা চৌধুরী,

উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ এর জন্য: উকিল শ্রী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য, উকিল

উকিল শ্রী অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলী,

উকিল শ্রী অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলি,

উকিল শ্রী সায়ান সিনহা,

বিচারের তারিখ :

২২.১২.২০২৩

*বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, .:*

মহোমেডান আইনের অধীনে অগ্রক্রয়াদিকার নীতির সূক্ষ্মতা সম্পর্কে আবেদনকারী তাৎক্ষণিক আবেদনে একটি আকর্ষণীয় বিষয় উত্থাপন করেছেন।

যদিও তাৎক্ষণিক আবেদনটি ২৭.০২.২০২৩ তারিখের বিজ্ঞ সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), ১ম আদালত, হাওড়া দ্বারা ২০২১ সালের টি.এস ৭৩-এ গৃহীত একটি আদেশ থেকে উদ্ধৃত হয় যার মাধ্যমে আবেদনকারীকে বিচ্ছিন্ন করা, স্থানান্তর করা বা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞার আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মামলার সম্পত্তির বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের আগ্রহ এবং এর প্রকৃতি, চরিত্র এবং দখল পরিবর্তন থেকে কিন্তু উল্লিখিত পয়েন্টটি মহোমেডান আইনের অধীনে বিবাদী নং ১/-এর অধীনে স্বীকৃত অগ্রক্রয়াদিকারের জটিলতা এবং যে পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে এটি প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে আবেদনকারী দ্বারা নেওয়া হয়েছে।

তথ্যগুলি এতটাই অপ্রকাশিত যে, বাদী-বাদী কর্তৃক ২০২১ সালের স্বত্বের মামলা সংখ্যা ৭৯৯ দাখিল করা হয়েছে যাতে তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে অগ্রক্রয়াদিকারের জন্য একটি ডিক্রি এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে প্রধান বিবাদী, পুরুষ ও এজেন্টদের মামলা সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ দখল নেওয়ার জন্য এবং এর প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করা থেকে বিরত রাখার জন্য ২০০৫ সালের ৩০ শে জুন তারিখের একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা বাদী এবং তার ভাই মো. রশিদ যৌথভাবে ১ বিঘা ১৪ ছটাক ১৫ বর্গ কিলোমিটার জমি কিনেছেন। এটি হাওড়া জেলার মধ্যে একটি পৃথক হোল্ডিং কাঠামো সহ ৬ কাঠা ১ ছটাক ৫ বর্গফুট পরিমাপের আরেকটি জমির সাথে একত্রে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো নিয়ে গঠিত। পূর্বোক্ত দুটি প্রাঙ্গন পরবর্তীকালে একত্রিত করা হয় এবং মোঃ রশিদ নামের ভাই পরে তার স্ত্রী রুবিনা রশিদের পক্ষে তার অবিভক্ত অংশ হস্তান্তর করে উপহারের একটি নিবন্ধিত দলিল সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে, কথিত রুবিনা রশিদ ১৯ শে আগস্ট, ২০২১ তারিখে এখানে আবেদনকারী প্রধান বিবাদীর পক্ষে বিক্রয়ের একটি নিবন্ধিত দলিল সম্পাদন করেন। অভিযোগ করা হয় যে পূর্বোক্ত বিক্রয়-ডিডটি কোন পূর্বসূচনা ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছিল। বাদী এবং আবেদনকারী একজন অপরিচিত ক্রেতা হওয়ায় ১৭.১০.২০২১ তারিখে পুরুষ ও এজেন্ট এবং কিছু শ্রমিক নিয়ে হঠাৎ তফসিলকৃত সম্পত্তিতে উপস্থিত হন এবং মামলা প্রাঙ্গনের সর্বোত্তম অংশের প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন

করার চেষ্টা করেন। মালিকানার শক্তি যা সে উক্ত বিক্রয় দলিল দ্বারা অর্জিত হয়েছিল। এইভাবে অভিযোগ করা হয় যে সম্পত্তিটি অবিভক্ত এবং যৌথ হওয়ায় ১৫.১১.২০২১ তারিখে বাদীকে প্রথমবারের মতো উক্ত রুবিনা রশীদ কর্তৃক বিক্রির বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল এবং একই দিনে এই বিক্রয়ের কথা জানানো হয়েছিল, বাদী-বিবাদী ঘোষণা করেছিলেন তাদের অভিপ্রায় অগ্রক্রয়াদিকার অধিকার জাহির করা এবং দাবি করা উল্লিখিত পূর্ববর্তী মালিকের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে উল্লিখিত তফসিলকৃত সম্পত্তি অগ্রক্রয়াদিকার করার দাবি জানায়। ১৬.১১.২০২১ তারিখে বাদী-উত্তরদাতা আইনজীবীর সহায়তায় অনলাইনে বিক্রয় দলিলের কার্যকরকরণ ও নিবন্ধনের বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে উক্ত দলিলটি আপিলকারীর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছিল এবং একই দিনে বাদীকে আপিলকারীর পাশাপাশি তার স্বামী মো. শাহজাদা তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ২০২১ সালের ১১৬৭ নম্বর স্বত্ব মামলা সম্পর্কিত বাদী এবং নিষেধাজ্ঞার আবেদনের অনুলিপিও দেওয়া হয়েছিল এবং তাই প্রথমবারের মতো তারা রুবিনা রশীদের দ্বারা তাদের পক্ষে অনুমিত বিক্রয় দলিল কার্যকর ও নিবন্ধনের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন এবং এটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে অনলাইনে বিক্রয় দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্ত হয়েছিল। ২রা ডিসেম্বর, ২০২১-এ আবেদনকারী পরিচিত একজন জরিপকারীর সাথে নির্ধারিত সম্পত্তিতে এসে ঘোষণা করে যে তারা মামলার জায়গাটি কিনেছে এবং তাই তারা সেখানে দখলের সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল এবং অবিলম্বে বাদী-উত্তরদাতা একই বিষয়ে "যেখানে এটি আমাদের শুফা দাবি করে" শব্দগুলি উচ্চারণ করে অগ্রক্রয়াদিকারের দাবি করেছিলেন কারণ আমরা বৃহত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে একজন শফি। উল্লিখিত দাবিটি দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে করা হয়েছিল যারা সময়গত সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে একই দিনে আবেদনকারী খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তৃতীয় পক্ষের অপরিচিত ব্যক্তির অনুকূলে নির্ধারিত সম্পত্তি হস্তান্তর করবেন।

এই ধরনের আবেদনের কারণে, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদন নেওয়া হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত বিচার আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে কাউন্সিল একটি বিষয় উত্থাপন করেন যে অর্থপূর্ণ পাঠে বাদীর আবেদনগুলি ইঙ্গিত করবে যে বাদী-উত্তরদাতা অগ্রক্রয়াদিকারের দাবি করার সময় উল্লিখিত তারিখের অনেক আগে বিক্রির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যা হল

মহোমেডান আইনের ধারা ২৩৬ এর চেতনা এবং উদ্দেশ্যের বিরোধী। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, পূর্বোক্ত বিভাগে নিযুক্ত ভাষা ইঞ্জিত করবে যে অগ্রিমের অধিকারের অনুশীলনটি অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি দাবি করার পরে দ্বিতীয় দাবি করা উচিত এবং এই জাতীয় অনুশীলনের অনুশীলনে কোনও বিলম্বের বিরোধিতা করা হয়। পূর্বোক্ত বিধানের প্রতি। উপরোক্ত বিতর্কের সমর্থনে, এআইআর ১৯২৫ ক্যাল ৬৫৫-এ রিপোর্ট করা লাল মহম্মদ সরকার বনাম হুসেন মোহাম্মদ সাহার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায় এবং আবদুল গফফারখান আবদুল আজিজখানের বনাম আবদুল জিকার দাদা কাচির ক্ষেত্রে নাগপুর হাইকোর্টের রায়ে এআইআর ১৯৫৪ নাগপুর ১১৩-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে উপরোক্ত বিভাগে জোড়া অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে যা আলাদা করা যায় না এবং আদালত সবসময় এই বিষয়ে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে কোনও একটি কাজ বাধ্যতামূলক উল্লিখিত বিধানের সুর এবং চেতনায় প্রয়োগ করা হয় না এবং অর্জুন রহমান বারভূইয়া বনাম হাজী মোশাইদ আলী লস্কর ও ওরসের ক্ষেত্রে গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে। এআইআর ১৯৯১ গৌহাটি ৬৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং মহেবুবসাব বুরনসাব মানিয়ার এবং অন্যান্য বনাম মোহাদিনসব মহেবুবসব মানিয়ার ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি রায় এ আই আর ২০১৩ কর্ণাটক ২৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। এইভাবে এটি দাখিল করা হয় যে বাদী-বিবাদী মহোমেডান আইনের অধীনে একটি অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকারী নন যিনি অভিযোগ করেছেন যে অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকারটি বিলম্বিতভাবে প্রয়োগ করেছেন, যা আবেদন থেকে স্পষ্ট, অতএব, নিষেধাজ্ঞার আদেশটি বাতিল করা যেতে পারে।

বিপরীতে, উত্তরদাতার জন্য আইনজীবী দাখিল করেন যে অগ্রক্রয়াদিকারকরণের অধিকারটি এমন একটি দিনে প্রয়োগ করা হয়েছিল যখন তার ক্লায়েন্টকে বিক্রয় দলিলের তথ্য জানানো হয়েছিল এবং বিলম্বকে তাদের আচরণের জন্য দায়ী করা যায় না। এটি আরও দাখিল করা হয়েছে যে বাদীকে সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং আদালত এটিকে অন্যদের থেকে আলাদা বা আলাদা করতে পারে না। এটি আরও দাখিল করা হয়েছে যে উল্লিখিত সংবিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয়তাটি আবেদনের অর্থপূর্ণ পাঠে পূরণ করা হয়েছে এবং তাই, আবেদনকারী যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট কাউন্সেলদের গৃহীত পূর্বোক্ত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, মহোমেডান আইনের অধীনে অগ্রক্রয়াদিকার সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উদ্ধৃত করা লাভজনক হবে। মহোমেডান আইনের ২৩৬ ধারাটি নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"ধারা ২৩৬. অগ্রক্রয়াদিকার দাবি: কোন ব্যক্তি অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকারের অধিকারী নয় যদি না -

(১) তিনি বিক্রয়ের তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে অধিকার জাহির করার তার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। এই আনুষ্ঠানিকতাকে বলা হয় তালাব-ই-মোয়াসিবাত (আক্ষরিক অর্থে, ঝাঁপ দেওয়ার দাবি, অর্থাৎ তাৎক্ষণিক চাহিদা): এবং যদি না

(২) তিনি ন্যূনতম বাস্তবসম্মত বিলম্বের সাথে অভিপ্রায় নিশ্চিত করেছেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তালাব-ই-মোয়াসিবাত ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে, এবং একটি আনুষ্ঠানিক দাবি করেছেন -

(ক) হয় ক্রেতা, বা বিক্রেতার উপস্থিতিতে, বা বিক্রয়ের বিষয় এমন প্রাঙ্গনে, এবং

(খ) কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে। এই আনুষ্ঠানিকতাকে বলা হয় তালাব-ই-ইশহাদ (সাক্ষীর আস্থান সহ দাবি)।"

এটি একটি বিরোধের মধ্যে নয় যে উভয় পক্ষই উপরোক্ত বিধানগুলির উপর নির্ভর করেছে তবে উল্লিখিত আবেদনে গৃহীত অবস্থান এবং তা থেকে যে অনুমান করা হবে তার উপর ভিন্নমত দেখা যায়। এটা বললে ভুল হবে না যে অগ্রক্রয়াদিকারের ধারণাটি এই দেশে মুসলমানদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং এটি মূলত মুসলিম পরিবারের সুরক্ষা, গোপনীয়তা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করার এবং মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের অধীনে একটি ক্ষুদ্র উপবিভাগ এড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণত, অগ্রক্রয়াদিকার দাবি করার অধিকারের সম্পত্তির সাথে একটি সংযোগ রয়েছে এবং এটির বিষয়ে পূর্ব-বিদ্যমান অধিকার থাকা ব্যক্তির পক্ষে স্বীকৃত। আমরা তালাব-ই-মোয়াসিবাত শব্দটি বোঝার জন্য আমাদের যাত্রা শুরু করার আগে যা উপরোক্ত অংশে ব্যবহার করা অভিব্যক্তিগুলি থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা যায় তবে আমরা মনে করি যে 'তালাব' শব্দটি প্রথমে বুঝতে হবে। একটি সাধারণ ভাষায় 'তালাব' বলতে বোঝায় এবং একটি চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাই, তালাব-ই-মোয়াসিবাত অভিব্যক্তিটির আক্ষরিক অর্থ হল অন্য কথায় ঝাঁপিয়ে পড়া দাবি এবং উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত ধারণার অন্তর্নিহিত ধারণা হল যে কোনও ব্যক্তি যখন কোনও অবিভক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কোনও সহ-মালিকের দ্বারা করা হয়েছে এমন তথ্য পেয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর

আসন থেকে লাফিয়ে পড়ছেন। উল্লিখিত বিভাগে ব্যবহৃত "অবিলম্বে" শব্দটি জাম্পিংয়ের চাহিদার কাজকে যোগ্য করে তোলে এবং এর অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। এক অর্থে, এটি একজন ব্যক্তিকে লাফ দেওয়ার দাবি করতে বাধ্য করে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ অবহিত হওয়ার পরে যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রভাবিত হয়েছে তার পরে এই ধরনের অভিপ্রায় নিশ্চিত করার দ্বিতীয় দাবি যা সাধারণত তালাব-ই-ইশহাদ নামে পরিচিত অর্থাৎ সাক্ষীর আহ্বান সহ দাবি।

পূর্বোক্ত ধারার অধীনে মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে প্রথমত, সম্পত্তির (তালাব-ই-মওয়াসিবাত) ক্ষেত্রে সহ-ভাগকারীর দ্বারা বিক্রয়ের বাস্তবতা জেনে অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়ার দাবি এবং দ্বিতীয় পর্যায় কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর (তালাব-ই-ইশাদ) উপস্থিতিতে এই ধরনের দাবি নিশ্চিত করা এবং তৃতীয়ত, আদালতের কাছে গিয়ে বা আইন আদালতের সামনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে। বলা যায় যে ঝাঁপ দেওয়ার প্রাথমিক দাবি অপ্রকাশ্য এবং অস্থায়ী তারপর দ্বিতীয় দাবি (তালাব-ই-ইশহাদ) যার প্রথম দাবির উল্লেখ রয়েছে যেখানে তৃতীয় অংশ যা আসলে দাবি নয় বরং একটি আইনি পদক্ষেপের সূচনা দ্বারা ত্রাণ দাবি করার অধিকার। । এআইআর ১৯২৫ ক্যালকাটা ৬৫৫- নাম্বার অনুচ্ছেদে লাল মহম্মদ সরকার বনাম হুসেন মহম্মদ সাহার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল প্রথম দাবি করার ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিলম্বকে উপরোক্ত বিধানের অধীনে মারাত্মক বলে ধরে নেওয়া যায় না, যার ফলে আইনি ব্যবস্থায় দাবি করা অধিকার অস্বীকার করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেঃ

"মনে হয় যে মহোমেডান আইনের প্রয়োজন যে বিক্রয় সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে বাদীকে অবশ্যই সময় নষ্ট না করে তালব-ই-মোয়াসিবতের অনুষ্ঠান করতে হবে। এটি বিজ্ঞ জেলা বিচারপতি এবং সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন। এই বিষয়ে মহোমেডান আইনটি খুবই কঠোর বলে মনে হতে পারে যে, বর্তমান মামলায় যে সংক্ষিপ্ত বিলম্ব হয়েছে তা অমার্জনীয় হওয়া উচিত কিন্তু আইনটি খুবই স্পষ্ট এবং তা অনুসরণ করা আবশ্যিক। আইন এতদূর পর্যন্ত গেছে যে, কোনও বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, এই বলে যে, যদি কোনও ব্যক্তি একবারে মুসলমান আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পরিবর্তে একটি চিঠিতে প্রকাশিত বিক্রয়ের তথ্য পেয়ে থাকেন, তবে চিঠির পর্যালোচনা সরবরাহ না করা পর্যন্ত তা করতে বিলম্ব হয়। সুতরাং প্রশ্নটি এই সত্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, বাদী যে তথ্য পেয়েছিলেন তা কি তিনি সঠিক বলে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তারপরে তিনি দাবি করতে বিলম্ব করেছিলেন কিনা। এটি অস্বীকার করা হয় না যে, যদি কোনও বাদী অগ্রক্রয়াদিকারের মামলায় বিক্রয় সম্পর্কিত কোনও তথ্য পান যা তার সন্দেহ বা সন্দেহ করার কারণ থাকে তবে কোনও খাঁটি তথ্য পাওয়ার আগে যে কোনও বিলম্ব ঘটে তা আইনের অর্থের মধ্যে কোনও বিলম্ব হবে না। আইন এই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উঠছে তা হল বিবাদী নং ৩ এবং ৪ দ্বারা বিবাদী নং ১ এবং ২ কে বিক্রি করার জন্য বাদী যে তথ্য পেয়েছেন তা সত্য তথ্য ছিল নাকি আরও তদন্তের দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল। বর্তমান মামলায় এটা সত্য যে বাদীর আচরণে দেখা যায় যে তথ্য পাওয়ার পর তিনি আদালতে গিয়েছিলেন। বিক্রেতার যারা হয় নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য বা তিনি প্রাপ্ত তথ্যের নিশ্চিতকরণের জন্য কাছাকাছি থাকতেন। বিজ্ঞ জেলা বিচারক সেই সত্যটি বিবেচনায় নিয়েছেন এবং যদু লাল সাহু বনাম জানকি কোয়ের (২) মামলায় বিধিবদ্ধ আইনটি উদ্ধৃত করার পরে এবং মামলার আসল প্রশ্নটি মাথায় রেখে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নরূপ বলেছেন: "আবদুল্লাহ কবিরাজ যখন তাকে বলেছিলেন তখন বাদী বিশ্বাস করতে পারেনি যে বিক্রয়টি হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য যে তিনি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ৩ নম্বর নিশ্চিতকরণ অন্য কোনও সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। বিদ্বান বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ন্যায্য কিনা তা এমন একটি বিষয় যা সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মামলায় উত্থাপিত সমস্ত আসল

প্রশ্ন বিবেচনা করার পরে তিনি এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, যার ফলস্বরূপ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে যদিও বাদী বিক্রয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়েছিলেন তবে তালাব-ই-মোওয়াসিবাতের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার আগে বিলম্ব হয়েছিল। ফলস্বরূপ, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল দ্বারা এটি বিতর্কিত নয় যে এই সিদ্ধান্তে এই আনুষ্ঠানিকতা বাদ দেওয়ার কারণে বাদীর অগ্রগতির দাবি অসমর্থনীয় হয়ে উঠবে। আমজুদ হোসেন বনাম খুরুগ সিম মামলাটি এই মামলায় আমাদের সাহায্য করে না কারণ এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল শিক্ষিত জেলা বিচারকের অনুসন্ধানের প্রভাব এবং সেই ফলাফলটি কী। আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে এই আবিষ্কারটি তালাব-ই-মোওয়াসিবাত অনুষ্ঠানের বিলম্বের ফলে কার্যকারিতা ধ্বংস করে দিয়েছে।

আব্দুল গফফারখান আব্দুল আজিজখান বনাম আব্দুল জিকার দাদা কাছি এআইআর ১৯৫৪ নাগপুর ১১৩-এ রিপোর্ট করেছেন যে হাইকোর্ট একটি মামলা বিবেচনা করছিল যেখানে বিক্রির কথা জানানোর একদিন পর প্রথম দাবি করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে "তাৎক্ষণিক" শব্দটি নিম্নলিখিত একটি কঠোর অর্থ দেওয়া উচিত:

"৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য যুক্তি দেন যে 'তালাব-ই-ইশহাদ'কে 'তালাব-ই-মোওয়াসিবাত'-এর সাথে একত্রিত করা যেতে পারে এবং দুটি 'তালাব' আলাদাভাবে সম্পাদন করা উচিত নয়। এমন একটি ক্ষেত্রে অনুমোদিত যেখানে বিক্রয়ের বিষয়ে শুনানির জন্য 'অবিলম্বে' অগ্রক্রয়াদিকার দাবি করে বিক্রেতা বা ক্রেতার উপস্থিতিতে বা প্রাপ্তনে তাৎক্ষণিক চাহিদার প্রত্যয়ন করার জন্য উভয় 'তালাব' বিবেচনা করা আবশ্যিক সন্তুষ্ট হয়েছে। দেখুন -এমটি. নাথু বনাম শাদি', এআইআর ১৯১৫ অল ২৯৪ (এল), কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যদিও প্রি-এম্পটর ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় বিক্রির বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন, তিনি পরের দিন রাত ৯-৩০ পর্যন্ত অগ্রক্রয়াদিকার করার অধিকারের কথা বলেননি। প্রথম 'তালাব'-এর প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা বিক্রির কথা জানতে পেরে প্রি-এমপটারের উপর অবিলম্বে এই দাবি করা হয়নি। 'আলি মুহাম্মাদ বনাম তাজ মুহাম্মাদ (কে)', (সুপ্রা) তে প্রাক-প্রচারকারী সকাল ৭-৩০ টায় বিক্রয় সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্যন্ত অগ্রক্রয়াদিকার সম্পর্কে উল্লেখ করেননি। আদালত বলেছিল যে 'তালাব-ই-মোওয়াসিবাত'-এর কোনও কার্যকারিতা ছিল না এবং মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল।"

এটি কোন অস্পষ্টতা স্বীকার করে না যে অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকার একটি দুর্বল অধিকার এবং যদি বিধিবদ্ধ বিধানগুলিতে এর পদ্ধতি এবং অনুশীলনের পদ্ধতি প্রদান করা হয় তবে উদার ব্যাখ্যাটি পরিহার করা উচিত। উল্লিখিত বিধানে উপস্থিত 'অবিলম্বে' শব্দটি কঠোর অর্থকে স্বীকৃতি দেয় এবং একটি সামান্য বিলম্ব মারাত্মক হতে পারে বলে প্রমাণিত হতে পারে।

আজিজুর রহমান বারভূইয়া বনাম হাজী মোশাইদ আলী লস্কর ও ওরস-এ গৌহাটি হাইকোর্ট। এআইআর ১৯৯১ গুয়াহাটি ৬৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে অগ্রক্রয়াদিকারকরণের অধিকারের অনুশীলনটি হাইপার-টেকনিক্যাল এবং তাই, মহোমেডান আইনের অধীনে অগ্রক্রয়াদিকারর দাবিতে আদালতের একটি কঠোর অর্থ গ্রহণ করা উচিত:

"৯. দাবিদারের কাছে বিক্রির ঘটনা জানার সাথে সাথে তালাব-ই-মোয়াসিবাতে তৈরি করা উচিত। তালাব-ই-মোয়াসিবাতে বৈধতার জন্য এটি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে করা আবশ্যিক নয়। পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তি যদি কোনোভাবে তার অভিপ্রায় জানায়, এটিই যথেষ্ট। যদি পূর্বনির্ধারক কোন উপায়ে তার নিয়ত প্রকাশ করে তবে তালাব-ই-ইশহাদের সারমর্ম হল যে তালাব-ই-ইশাদকে সাক্ষীদের সামনে করা উচিত প্রি-এম্পটর উল্লেখ করা উচিত স্পষ্টভাবে তালাব-ই-মোয়াসিবত পূর্বে তৈরি করা হয়েছিল। যাইহোক, তালাব-ই-ইশহাদ নামক আনুষ্ঠানিক দাবিটি হয় ক্রেতা বা বিক্রেতার উপস্থিতিতে বা "বিক্রয়ের বিষয় এমন প্রাঙ্গনে" করা যেতে পারে।

১০. এটা ভালভাবে নীমাংসা করা হয়েছে যে অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত আইনটি অত্যন্ত প্রযুক্তিগত প্রকৃতির। তালাব-ই-মোয়াসিবাতে এবং তালাব-ই-ইশহাদ শর্ত প্রাক-খাতনার অধিকার অনুশীলনের জন্য নজির। পূর্বোক্ত দুটি তালাব সম্পর্কিত নিয়মগুলি অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এ সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি তালাব-ই-ইশাদও গুরুত্বপূর্ণ। প্রি-এম্পটরের জন্য তার দাবিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয়তার পূর্ণতা প্রমাণ করা। যাইহোক, একবার প্রি-এম্পটর পূর্বোক্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণের বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ যোগ করতে সফল হলে, তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না আনুষ্ঠানিকতার 'হাইপারটেকনিক্যাল' ব্যাখ্যা বা এখানে বা

সেখানে কিছু ত্রুটি খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রমাণের ‘মাইক্রোস্কোপিক’ পরীক্ষায়। যে কোনো ক্ষেত্রে, আদালতের ব্যবহারিক এবং রিয়েল এস্টেট বিষয়ক এবং মহোমেডান আইন যখন এমন অধিকার দিয়েছে তা বিবেচনা করে বিচারিক পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকতা পালনের বিষয়ে রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এবং উপকরণগুলি পরীক্ষা করা উচিত। ব্যক্তির কাছে, এর অনুশীলনের সাথে থাকা আনুষ্ঠানিকতাগুলির “হাইপার-টেকনিক্যাল” এবং অবাস্তবভাবে কঠোরভাবে মেনে চলার জোর দিয়ে এটিকে সাদা করা উচিত নয়। এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে “আনুষ্ঠানিকতা” আসলে কিছু দৃশ্যমান উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা এবং একবার সেই উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়ে গেলে, দাবিদারের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। “আনুষ্ঠানিকতা” কোন অবস্থাতেই আইন দ্বারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ক্ষেত্রের বাইরে কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।”

মেহবুবসব বুরানসব মানিয়ার ও ওরস বনাম মোহাদিনসব মেহবুবসব মানিয়ার ও ওরস-এর মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্টের পরবর্তী সিদ্ধান্তে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এআইআর ২০১৩ কর্ণাটক ২৯-এ নিম্নলিখিত হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে: “২৬. সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যখন কোনও মুসলমান প্রথা দ্বারা প্রদত্ত পূর্ববর্তী অধিকার প্রয়োগ করতে চায়, তখন প্রথার অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়। এই পূর্বনির্ধারিত অধিকারের সারমর্ম হল প্রথমত, বিক্রির তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্যই সম্পত্তি কেনার অভিপ্রায় প্রকাশ করতে হবে। তারপর দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছে দাবি জানিয়ে তাকে এই ধরনের যোগাযোগ অনুসরণ করতে হয়। কেবলমাত্র যদি এই ধরনের দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তবে বিক্রির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ দেখা দেয়। এটি প্রথায় নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা। অতএব, যখন প্রথাগত অধিকারটি আদালতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়, তখন প্রথার সমস্ত নির্দেশাবলী সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করতে হয়।

আমরা আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে সচেতন যে উপরে উল্লিখিত সমস্ত রায় মামলাটিতে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার পরে দেওয়া হয়েছিল তবে এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ে আদালতকে অবশ্যই পক্ষগুলির দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে এবং অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর না করার পরিণতি এবং বাদীর উপর এর প্রভাবের ভিত্তিতে একটি

প্রাথমিক মতামত গঠন করতে হবে। এটি আর অবিচ্ছেদ্য নয় যে চূড়ান্ত ত্রাণের সহায়তায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তাই, আদালতের এমন কোনও পর্যবেক্ষণ করা থেকে দূরে থাকা উচিত যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলবে। একইভাবে, আদালত পক্ষগুলির যুক্তিগুলি খারিজ করতে পারে না এবং যদি আদালত খুঁজে পায় যে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়নি, তবে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই।

বাদীতে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে আবেদনকারী এবং আবেদনকারীর পক্ষে ১৯ই আগস্ট, ২০২১ তারিখে বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন করা হয়েছিল ৭ই অক্টোবর, ২০২১-এ স্যুট প্রাঙ্গণে এসেছিলেন পুরুষ ও শ্রমিকদের সাথে তার মালিক হিসাবে তার দাবির জোরে মামলার সম্পত্তির সেরা অংশের প্রকৃতি এবং চরিত্র পরিবর্তন করার অভিপ্রায়ে। বাদী আরও এগিয়ে যায় যে ১৫ ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখে কথিত রুবিনা রশিদ ঘোষণা করেন যে তিনি আবেদনকারীর কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেছেন এবং ১৬ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখে তার সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাডভোকেটের সহায়তায় অনলাইন অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এটি আরও বলা হয়েছে যে ১৬.১১.২০২১ তারিখে বাদীর অনুলিপি এবং আদেশের জন্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথিগুলি বাদী/প্রতিবাদী এবং তার কাছ থেকে পরিবেশন করা হয়েছিল

সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে আবেদনকারীর পক্ষে একটি বিক্রয়-ডিড কার্যকর করা হয়েছে তবে ১২.১২.২০২১ তারিখে অগ্রক্রয়াদিকারকরণের অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং জ্ঞানের তারিখ দাবি করে এবং প্রথম দাবি করে অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছিল। . একটি যথেষ্ট বিলম্ব রয়েছে যা পূর্বোক্ত আবেদন থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে কারণ সংবিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে, ঝাঁপ দেওয়ার তাৎক্ষণিক দাবি পূরণ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, যা উল্লিখিত অধিকারের অনুশীলনকে এগিয়ে নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। , স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত.

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই না যে ট্রায়াল কোর্ট বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা পাশ করার ন্যায়সঙ্গত ছিল। আদেশ বাতিল করা হয়. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করা হয়।

খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলির কাছে উপলব্ধ করা হবে।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন।)

আমি সহমত হই।

(বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ, I)

### **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

